বায়ু দূষক	সৃষ্টের কারণ	মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব
সূক্ষ্ম বস্তুকণা (SPM)	অতি সূক্ষ্ম কণা সরাসরি জ্বালানির দহন থেকে অথবা বায়ুমন্ডলের সালফার অক্সাইড (SOx), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOx) এবং জৈব পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্তুকণা দিনের পর দিন বায়ুমন্ডলে অবস্থান করে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিভ্রমন করে।	• অ্যাজমার লক্ষণকে তীব্রতর করে • ফুসফুসের ক্রিয়াকে দূর্বল করে • হৃদযন্ত্রের রোগের কারণ • অকাল মৃত্যু ঘটায় • ডিজেল থেকে নি:সৃত বস্তুকণা ক্যান্সার রোগের কারণ।
হাইড্রোকার্বন (HC)	ডিজেল হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। ডিজেলের অসম্পূর্ণ দহন ও বাষ্পীকরণের ফলে গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের সৃষ্টি হয়।	এ হাইড্রোকার্বনের মধ্যে অনেক বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা ক্যান্সার সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যের উপর অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে।
নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOx)	যখন উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বালানি তেলের দহন ঘটে, তখন যানবাহনের ইঞ্জিন থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয়।	• নাইট্রোজেন অক্সাইডের সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোকার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোন গ্যাস উৎপন্ন করে, যা শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে। • নাইট্রোজেন অক্সাইডের বিক্রিয়ায় নাইট্রেট কণা, এসিড এরোসল এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।
সালফার অক্সাইডস (SOx)	সালফারযুক্ত ডিজেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে এর দহন প্রক্রিয়ায় সালপারের জারন থেকে সালফার অক্সাইড উৎপন্ন ও নির্গত	• মানুষ বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের শ্বাসতন্ত্রের রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে • বিদ্যমান হৃদরোগ ও ফুসফুসের সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে।

	হয়। এর পরিমাণ ডিজেলে উপস্থিত সালফারের উপর নির্ভর করে।	
ওজোন (O_3) গ্যাস	ভূপৃষ্ঠের ওজোন যানবাহনের ধোঁয়া হতে সরাসরি নির্গত হয় না। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইডস এর বিক্রিয়ায় ওজোন উৎপন্ন হয়।	• স্বল্প মাত্রার ওজোন গ্যাস গ্রহণেও বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যার সূত্রপাত করে • দীর্ঘদিন এ গ্যাস শ্বাস প্রক্রিয়ায় গ্রহণের ফলে ফুসফুসের স্থায়ী ক্ষতি, এমনকি অকাল মৃত্যু ঘটে থাকে।
কার্বন-মনো-অক্সাইড (CO)	বড় শহরগুলোতে যান্ত্রিক যানবাহন থেকে আর্বন-মনো-অক্সাইডের অধিকাংশ নির্গত হয়। জ্বালানি তেলের অসম্পূর্ণ বা আংশিক দহনের ফলে এ বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন ও বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়।	• এ গ্যাস ফুসফুসের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও টিস্যুতে অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। • যারা হৃদরোগে আক্রান্ড় তাদের ক্ষেত্রে কার্বন-মনো-অক্সাইড সর্বাপেক্ষা মারাত্নক, বিশেষ করে যারা এ্যাঞ্জিনা (Angina) বা প্রান্ড়িক রক্তনালীর রোগে ভোগে। • সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরাও উচ্চমাত্রার কার্বন-মনো-অক্সাইড দ্বারা আক্রান্ড় হয়। • উচ্চমাত্রার কার্বন-মনো-অক্সাইড-এর সংস্পর্শে চোখের দৃষ্টি শক্তির অবনতি ঘটে, কর্মক্ষমতা, হাত দিয়ে কাজ করার নিপুনতা, শিক্ষন ক্ষমতা এবং জটিল কাজ সম্পাদনে সমস্যা দেখা দেয়। • পর্যাপ্ত কার্বন-মনো-অক্সাইডের ঘনীভবনের ফলে বিষক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ড় ঘটাতে পারে।